মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে হেরে গেলেন কুড়ালগাছির মায়া

ঢাকা উত্তরা দিয়াবাড়ি মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় তিনদিন মৃত্যর সাথে পান্জা লড়ে হেরে গেলেন কুড়ালগাছির মায়া।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় ৮ম শ্রেনীর ছাত্রী মাহিয়া তাসনিম ওরফে মায়া (১৩)।

মায়া দর্শনা থানার কুড়ালগাছি ইউনিয়নের মৃত ইন্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলীর মেজো মেয়ে। মৃত মায়ার পরিবারের সাথে ঢাকা উত্তরা ১৮ নং এ বসবাস করত।

গত মঙ্গলবার দুপুর ১ টা১০ মিনিটের দিকে প্রশিক্ষণ বিমান এসে মাইলস্টোন স্কুলের উপর এসে পড়লে মূহুর্তের মধ্যে আগুন ধরে সারা শরীল ঝলসে যায়।

তিনদিন চিকিৎসা শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে তার করুণ মৃত্য হয়। মাহিয়া তাসনিম ওরফে মায়ার জনাযা অনুষ্টিত হবে আজ শুক্রবার সকাল ৮ টার দিকে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামে।

মুজিবনগরে শিশু অধিকার বিষয়ক প্রচার অভিযান

“শিশু অধিকার জানি, অন্যকে জানাই” এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে গুডনেইবার্স বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিডিপি এর শিশু অধিকার বিষয়ক প্রচার অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনাসভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নাচ, গান, পালাগানসহ শিশুদের একক ও দলীয় পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়।

ক্যাসিনো হোতা তাঁতীলীগ নেতা নুরুল মাস্টারের বিরুদ্ধে অপহরণ মামলা

মেহেরপুরের মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজের ২০২৫ সালের এক এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগে নুরুল ইসলাম ওরফে নুরুল মাস্টার (৫৫) নামের এক বিতর্কিত শিক্ষকের বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।

ভিকটিমের বাবা মোঃ হানিফ, মুজিবনগর উপজেলার রামনগর গ্রামের বাসিন্দা, গত ২১ জুলাই মামলা নম্বর ১০, তারিখ ২১/০৭/২০২৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ৭/৩০ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন।

অভিযোগে বলা হয়, কলেজে আসা-যাওয়ার পথে প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েটিকে অপহরণ করে গোপন স্থানে আটকে রাখা হয়েছে। এখন পর্যন্ত তার খোঁজ মেলেনি। পরিবার মানব পাচারের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছে।

ভিকটিমের বাবা মোঃ হানিফ বলেন, আমার মেয়েটি এইচএসসি পরীক্ষার্থী। নুরুল মাস্টার অনেকদিন ধরে ওর পেছনে লেগে ছিল। এখন কোথায় রেখেছে জানি না। পাচারের চেষ্টা করছে কিনা, সেটা নিয়েই সবচেয়ে বেশি শঙ্কা।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর মামলা রুজু হয়েছে। আসামি পলাতক, তাকে ধরতে অভিযান চলছে। ভিকটিমকে উদ্ধারের চেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে।

আগেও মানব পাচারের অভিযোগে আলোচিত ছিলেন নুরুল মাস্টার, নুরুল ইসলাম একজন শিক্ষক হলেও তার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়া পরিচালনা, অর্থপাচার ও মানব পাচার চক্রের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ বহু আগেই প্রকাশ পেয়েছে।

গত মাসে প্রকাশিত এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে আসে, তিনি ও তার সহযোগীরা ছাত্র-যুবকদের টার্গেট করে অনলাইন জুয়া ও পাচার নেটওয়ার্কে যুক্ত করতেন।

এই অপহরণ মামলা সেই পুরোনো অভিযোগগুলোরই বাস্তব প্রতিফলন বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।

এক কলেজ শিক্ষক বলেন, এই অপহরণের ঘটনা প্রমাণ করে, এতদিন যা বলছিলাম তা মিথ্যা ছিল না। এই লোক অপরাধের ছত্রছায়ায় শিক্ষকতা চালিয়ে গেছে।

মুজিবনগরে মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের দায়ে ১ জনের দুই বছরের কারাদণ্ড

মেহেরপুরের মুজিবনগরে মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের দায়ে মোঃ গোলাম রাব্বিকে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ বুধবার (২৩ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে এসআই উত্তম কুমার, সংগীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদকদ্রব্য উদ্ধার ও পুলিশি বিশেষ অভিযান পরিচালনার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, মোনাখালী গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় জনৈক জমিরুলের দ্বিতল বাড়ির সামনে পাকা তিন রাস্তার মোড়ে একজন ব্যক্তি অবৈধ মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করছে।
রাত ৯টার দিকে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে উক্ত ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করে। তবে পুলিশ ও ফোর্সের সহায়তায় তাকে আটক করা হয়। পরে সাক্ষীদের সামনে তার পরিচয় নিশ্চিত করা হয়। আটকের সময় আসামির পরিহিত জিন্স প্যান্টের ডান পকেট থেকে একটি

সাদা পলিথিনে মোড়ানো ২৫ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে মোঃ গোলাম রাব্বির বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

ফ্যাসিবাদ বিরোধী চেতনা বাস্তবায়ন করতে হলে অবিলম্বে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে

বর্তমান সরকার দেশের একরকম প্রেক্ষাপটে ক্ষমতায় এসেছে। আমরা সকলে মিলে তাদের বসিয়েছি। কিন্তু এখন আর কালক্ষেপণের সুযোগ নেই। দেশে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলছে, বিভিন্ন সমস্যায় দেশ জর্জরিত। তাই ফ্যাসিবাদ বিরোধী চেতনা বাস্তবায়নের জন্য অবিলম্বে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে।

বুধবার (২৩ জুলাই) মুজিবনগরে উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির খুলনা বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু।

ড. ইউনুসকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, দেশে-বিদেশে আপনার সুনাম রয়েছে। আমরা কখনোই চাই না আপনি ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করে দেশের জনগণের রোষানলের মুখোমুখি হোন। আমরা চাই, যে কারণে জনগণ আপনাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে, সেই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করে সসম্মানে বিদায় নিন। তাহলে আপনার নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

তিনি আরও বলেন, জনগণের প্রতিনিধিরা ক্ষমতায় না থাকলে দেশে আইনশৃঙ্খলা ঠিক থাকে না, বিদেশি কোনো সুযোগ-সুবিধাও আসে না। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার না হলে তাদের জনগণের প্রতি কোনো

দায়বদ্ধতা থাকে না।

তিনি আরও বলেন, এক ফ্যাসিবাদের বিদায় হয়েছে, এখন কেউ কেউ হঠাৎ করে রাজনৈতিক দল গঠন করে তাদের আচার-আচরণে ও কথাবার্তায় যেন আবারও ফ্যাসিবাদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।
আপনারা দল গঠন করেছেন, সেটা ভালো কথা কিন্তু যদি আপনাদের প্রতি জনগণের সমর্থন থাকে, তাহলে নির্বাচনের মাঠে আসুন। যে হাসিনাকে বিতাড়িত করা হয়েছে, সেই হাসিনার মতো আচরণ করলে আপনাদের পরিণতিও হাসিনার মতোই হবে।

আমরা সকলে মিলে যে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছি, যে সব মানুষ শহীদ হয়েছেন, তাদের রক্তকে শপথ করে আমরা একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের প্রতিজ্ঞা করেছি। সকল বিভেদ ভুলে আমাদের সেই লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে যেতে হবে।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।
জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে সম্মেলনের আলোচনায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য রোমানা আহম্মেদ।

মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলামের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আব্দুল আউয়াল, খাইরুল বাশার, হাফিজুর রহমান হাফি, আব্দুল্লাহ, মীর ফারুক, রেজাউল হক, মকবুল হোসেন মেঘলা, ওমর ফারুক লিটন, আলফাজ উদ্দিন কালু, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা।

সম্মেলনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীত পরিবেশন এবং পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়। বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে সম্মেলনটি উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন শেষে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে আংশিক কমিটি গঠন করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় আমিরুল ইসলামকে সভাপতি, মশিউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক এবং হারুন অর রশিদ ও আব্দুর রাজ্জাককে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির নতুন সভাপতি আমিরুল, সম্পাদক মশিউর

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন শেষে কোন প্রতিদ্বন্দী না থাকায় আমিরুল ইসলামকে সভাপতি, মশিউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক, হারুন অর রশিদ ও আব্দুর রাজ্জাককে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে আংশিক কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

বুধবার (২৩ জুলাই) সকাল ১১টায় মুজিবনগর উপজেলার রামনগর ফুটবল মাঠে এ সম্মেলন শুরু হয়ে চলে দুপুর পর্যন্ত। সম্মেলন শেষে সেখানে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে কমিটি নিবার্চন করা হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির খুলনা বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু। সম্মেলন উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে সম্মেলনের আলোচনায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য রোমানা আহম্মেদ।

সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আব্দুল আউয়াল, খাইরুল বাশার, হাফিজুর রহমান হাফি, আব্দুল্লাহ, মীর ফারুক, রেজাউল হক, মকবুল হোসেন মেঘলা, ওমর ফারুক লিটন, আলফাজ উদ্দীন কালু, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা।

সম্মেলনে নেতারা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং দলকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। পরে কাউন্সিলরদের সম্মতিতে কোন প্রতিদ্বন্দী না থাকায় উপজেলা বিএনপির নতুন আংশিক কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণার

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২৩ জুলাই) সকাল ১১টায় মুজিবনগর উপজেলার রামনগর ফুটবল মাঠে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির খুলনা বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন সম্মেলন উদ্বোধন করেন। জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ ও জেলা বিএনপির সদস্য রোমানা আহম্মেদ।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আব্দুল আউয়াল, খাইরুল বাশার, হাফিজুর রহমান হাফি, আব্দুল্লাহ, মীর ফারুক, রেজাউল হক, মকবুল হোসেন মেঘলা, ওমর ফারুক লিটন, আলফাজ উদ্দীন কালু, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা।

সম্মেলনে নেতারা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং দলকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

[redacted]: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

তন্ত্রের ফ্যাসিবাদের পদতলে কখনো যেন আমাদের অধিকার ও জীবনকে সমর্পণ করতে না হয়, সেই লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করতে হবে।

আজ শনিবার দুপুরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে উপজেলার সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি ও সাবেক জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, গাংনীর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বানী ইসরাইল, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহ্বায়ক সামসুল আলম সোনা, গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী পৌর জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি জিল্লুর রহমান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলাম, গাংনী টেকনিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জুলফিকার আলী কানন, গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহ উদ্দীন শাওন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, উপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়াও ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য। ২৪ এর জুলাইয়ের অভ্যুত্থানের চেতনাও ছিল মুক্তির চেতনা। অতএব, ৭১ এবং ২৪ এর অভ্যুত্থান নিয়ে আলাদা ভাবা, কোনটা ছোট কোনটা বড় এভাবে পার্থক্য করার কোনো সুযোগ নেই।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জনগণের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা। এটা কেউ চাইলেও ছোট করতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধ না হলে আমরা এই স্বাধীন ভূখণ্ড পেতাম না। সেটা মুক্তিযুদ্ধের মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাই বলে ২৪ এর চেতনার কথা আমরা বলতে পারব না? প্রশ্ন করেন তিনি।

তিনি বলেন, ৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ২৪ এর জুলাই অভ্যুত্থান দুটো ঘটনাই ঘটেছে মুক্তির চেতনা নিয়ে। সুতরাং আমাদের ৭১ এবং ২৪ এর জুলাই অভ্যুত্থান দুটো ঘটনাই তুলে ধরতে হবে। মুক্তির চেতনার

সাথে সংগতিপূর্ণ কাজগুলো আমাদের ধারণ করতে হবে।

মনির হায়দার বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে চার সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ২ হাজার মানুষ জীবন দিয়েছে। তাদের হত্যা করা হয়েছে। প্রায় ৩০ হাজার মানুষ অঙ্গহানির শিকার হয়েছেন, হয়েছেন গুরুতর আহত। এগুলো কি শুধুমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে ঘটে? প্রশ্ন করেন তিনি। এটা রীতিমত একটা যুদ্ধাবস্থা ছিল।

তিনি বলেন, আমরা ২০২৪ সালের যে ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এসেছি, সেটা রীতিমত একটা যুদ্ধাবস্থা ছিল। যেখানে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি পক্ষ পরাজিত হয়েছে। যেই পক্ষকে আমরা বলি মাফিয়া তান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট। সেই মাফিয়া তান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট শক্তি পরাজিত হয়েছে জনগণের কাছে। তারা এই দেশের সকল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। সেই সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনগণের প্রতিরোধ বিজয়ী হয়েছে। সেই বিজয়ের মধ্য দিয়ে আমরা আজকে এই মুক্ত পরিবেশ পেয়েছি। অধিকাংশ জনগণের জন্য যেটা মুক্ত পরিবেশ, পরাজিত শক্তির জন্য সেটা পরাধীন পরিবেশ। তাদের জন্য এটা স্বাধীন পরিবেশ নয়। জুলাই ২৪ এ তরুণ তাজা প্রাণের বিনিময়ে আমরা একটা ভয়ংকর মাফিয়া তন্ত্রের হাত থেকে এদেশকে মুক্ত করেছি।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে আমরা বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাই, যেখানে সোহহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সকলে সহাবস্থান করবেন। যেখানে সকলের ন্যায্য অধিকার থাকবে, কেউ বঞ্চিত হবেন না। এই তত্ত্বে এবং এই কর্মে বিশ্বাসী।

তিনি বলেন, এই বাংলাদেশে গত ১৬ বছরে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অধিকার জিম্মি হয়ে পড়েছিল। আমরা যতটুকু অধিকার পেতাম, যতটুকু দয়া করে দেওয়া হতো। আমার যতটুকু অধিকার, সেটা আমার মতো আরেকজন নির্ধারণ করে দিতো। এই পদ্ধতিতে গোটা দেশের মানুষ জিম্মি দশায় পতিত ছিল। আমরা যেটাকে বলি ফ্যাসিবাদ ও মাফিয়া তান্ত্রিক শাসন। এমন এক শাসকগোষ্ঠী আমাদের বুকের উপর চেপে বসেছিল, যারা শুধু আমাদের অধিকারগুলোই কেড়ে নেয়নি, আমাদের নানা রকম নিপীড়ন-নির্যাতনের নিস্পেষণের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আমরা নিজেদের নিয়মিত নাগরিক ভাবতে ভুলে যাচ্ছিলাম। সেই মাফিয়া চক্র এমন এক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিল, তারা পাঁচ বছর পর পর ভুয়া নির্বাচনী খেলা দেখিয়ে জনগণকে ঘোষণা করতো আমরা নির্বাচনে জয়লাভ করেছি, আগামী পাঁচ বছর আমরা ক্ষমতায় থাকবো,

আমাদের আর কেউ কিছু বলতে পারবে না। আমরাও প্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। চেষ্টা ছিল, আকাঙ্ক্ষাও ছিল, কিন্তু এক পর্যায়ে ভাবতাম মনে হতো বোধহয় এই অবস্থার আর পরিবর্তন হবে না। প্রচণ্ড হতাশাজনক, এক অন্ধকারময় জীবন গোটা দেশ জুড়ে সবার জন্য নেমে এসেছিল।

তিনি বলেন, প্রশাসনে যারা আছেন, তারা পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতা নিয়ে কাজ করছেন তাদের ব্যাপারে আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু একটি পক্ষ এতদিন খেয়ে পরে মোটা-তাজা হয়ে মাঠে নামবে আর অপর পক্ষটি এতোদিন না খেয়ে নির্যাতিত নিপীড়িত হয়ে মাঠে নামবে তাদের মাঝে নিরপেক্ষতা দেখাবেন এই নিরপেক্ষতা এখন প্রযোজ্য হবে না।

তিনি প্রশাসনের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যারা ২৪ এর গণহত্যার সাথে জড়িত ছিল, গণহত্যাকে নানাভাবে মদদ দিয়েছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাই নিরপেক্ষতা। তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে নিরপেক্ষতা দেখানো মানে আত্মঘাতী। এটা এক সময় আপনার জন্যও বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং যেকোনো পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষের ভবিষ্যৎ, গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিরাপদ করার জন্য, প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাজের নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এই গুরুতর অপরাধের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা জড়িত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

তিনি বলেন, পরাজিত শক্তির অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক এখনো পুরোদমে সক্রিয়। অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক মানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আছে। তাদের এখনো বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য, ডিলারশিপ রয়েছে। এগুলো পরাজিত ফ্যাসিবাদীদের হাতে থাকবে আর আপনি মনে করবেন সমাজে নিরপেক্ষতা থাকবে এটা হবে না। আপনি যদি মনে করেন, পরাজিত ফ্যাসিবাদ আছে, আমরা নিরপেক্ষ আচরণ করবো এটা আপনার জন্য আত্মঘাতী হবে।

তিনি বলেন, জনগণের সহায়তায় প্রশাসন এমন ব্যবস্থা নেবেন যাতে, পরাজিত অপরাধী চক্রের অর্থনৈতিক অপরাধচক্র ভেঙে পড়বে। এরপর সেখানে নিরপেক্ষতার চর্চা হবে। সেখানে স্বাভাবিক আইনের চর্চা হবে। এর আগে প্রশাসন কোনো নিরপেক্ষতা দেখাতে গেলে জনগণ এবং প্রশাসনের জন্য বুমেরাং হবে।

মুজিবনগর প্রসঙ্গে মনির হায়দার বলেন, জায়গাটার পূর্ব নাম বৈদ্যনাথতলা ভবেরপাড়া। বৈদ্যনাথতলা ভবেরপাড়া এই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল সেখানে বিপ্লবী সরকার শপথ গ্রহণ করেন। ‘ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স’ সেখান থেকেই প্রকাশিত হয়, যেটা এখন সংবিধানে যুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। ‘ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স’ মুজিবনগর থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ৭২ সালের সংবিধানে এই মূলনীতিগুলো যুক্ত করা হয়নি।

জুলাই অভ্যুত্থানের পর বর্তমান সংস্কার কমিশন, বর্তমান রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্যোগে এই মুক্তিযুদ্ধের তিনটি ঘোষণাকে সংবিধানে সংযুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, যে বৈদ্যনাথতলায় এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটেছিল, যেখানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই জায়গাটির নাম মুজিবনগর হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রামের স্বাধিকার আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অস্বীকার বা উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই।

কিন্তু যেখানে শেখ মুজিব কোনোদিন আসেননি, তার সাথে মুজিবনগরের কোনো সম্পর্ক নেই তার নামে মুজিবনগর কেন হবে? প্রশ্ন করেন তিনি। তিনি বলেন, এই জায়গাটির নাম মুক্তিনগর, মুক্তিপুর বা অন্য কোনো নাম দেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।

তিনি বলেন, প্রশাসন এবং আমাদের সকলের উচিত জুলাই অভ্যুত্থানের নায়কদের চেহারা মনে রাখা। তাহলে নিরপেক্ষতার মানদণ্ডটা বুঝতে সহজ হবে। জীবন হাতে নিয়ে, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যারা বুলেটের সামনে দাঁড়িয়েছে সেই জুলাই যোদ্ধাদের কথা মনে হলে নিরপেক্ষতার মানদণ্ড সম্পর্কে বোঝা যাবে।

জেলায় দাখিলে পাশের হার ৩২.৮৯ শতাংশ, জিপিএ মাত্র একজন

মেহেরপুর জেলায় মাদ্রাসা শিক্ষা মান বেহাল অবস্থায় পরিণত হচ্ছে। দাখিল পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় এ বছর পাশের হার কমেছে ৪২ শতাংশ। ৩৩ পেয়ে পাশ করার মত ফলাফলও হয়নি ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষায়। জেলায় ২৫টি মাদ্রাসা থেকে ৬৯০ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ২২৭ জন। পাশের হার মাত্র ৩২.৮৯ শতাংশ। যেখানে পাশ মার্ক নির্ধারণ হয় ৩৩ এ।

এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১১টি মাদ্রাসা থেকে ৩২৬ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ১০৫ জন। জিপিএ ৫ পায়নি কেউ। এ উপজেলায় পাশের হার ৩২ শতাংশ। গাংনী উপজেলার ১০ টি মাদ্রাসা থেকে ২৮০ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ৮৮ জন। এ উপজেলায় জিপিএ ৫ পেয়েছে ১ জন। পাশের হার আর কম ৩১.৪২ শতাংশ। এ উপজেলায় শতভাগ ফেল করেছে এমন মাদ্রাসাও আছে একটি। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে মুজিবনগর উপজেলা। এ উপজেলায় ৪টি মাদ্রাসা থেকে ৮৪ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ৩৪ জন। জিপিএ ৫ না পেলে পাশের হার ৪০.৪৭ শতাংশ।

গত বছর ২০২৪ সালের দাখিল পরীক্ষায় জেলা থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলো ৬৫৩ জন। পাশ করেছিলো ৪৮৫ জন। পাশের হার ছিলো ৭৪.২৩ শতাংশ। জিপিএ ৫ পেয়েছিলো ১১ জন।

মেহেরপুর জেলার ২০২৪ ও ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে এ চিত্র পাওয়া গেছে। ফলাফল বিপর্যয় ঠেকাতে শিক্ষার অনুকুল পরিবেশ, অভিভাবকদের সচেতনতা ও শিক্ষকদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

মাদ্রাসা ভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০২৫ সালে সদর উপজেলার মেহেরপুর দারুল উলুম আহম্মদিয়া কালিম মাদ্রাসায় ৪৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৯ জন পাশ করেছে। পাশ এর হার ৪৪ শতাংশ। আমঝুপি ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসায় ৪৫ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ২৭ জন। পাশের হার ৬০ শতাংশ। গোভীপুর দাখিল মাদ্রাসা থেকে ২৮ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ৮ জন। পাশের হার মাত্র ২৯ শতাংশ। নতুন দরবেশপুর দাখিল মাদ্রাসায় ৩৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৫ জন। পাশের হার মাত্র ১৩ শতাংশ। রাজনগর দাখিল মাদ্রাসা থেকে ৩৫ জন

শরিফুল ইসলাম বলেন, “কেন যে কেউ পাশ করলো না বুঝতে পারছি না। গতবছর ১৮ জন পরীক্ষা দিয়ে ৭ জন পাশ করেছিলো। আমাদের আশা ছিলো এবারও ৬/৭ জন পাশ করবে। ”
সদর উপজেলা মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী মোহাম্মদ আলী লাল্টু বলেন, “সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত, দুর্বল সন্তানকে অভিভবাবকরা মাদ্রাসায় ভর্তি করেন। মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়ে অভিভাবকরা অসচেতন। এছাড়া সাধারণ শিক্ষার থেকে মাদ্রাসার শিক্ষার সিলেবাস বেশি। ফলে একেতো দুর্বল শিক্ষার্থী তার উপরে সিলেবাসের চাপ যে কারণেই মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “এর মধ্যে থেকেও শিক্ষকরা দুর্বল শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিয়ে চেষ্টা করছেন তাদের লেখাপড়ার মান উন্নয়ন করার। তবে কয়েক বছরের তুলনায় এ বছর রেজাল্ট বেশি খারাপ বলেও তিনি স্বীকার করেন।”

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, “ যশোর বোর্ডে সবনিম্ম পাশের হার মেহেরপুরে। মাদ্রাসার অবস্থা আরও খারাপ। যা দেখে মেহেরপুর জেলার সার্বিক শিক্ষার মানের অবস্থা প্রতিফলিত হচ্ছে। শুধু শিক্ষকদের দায়ই নয়, অভিভাবক এবং শিক্ষার অনুকুল পরিবেশ তৈরিতে আমাদের সমাজকেও এর দায় নিতে হবে। না হলে শিক্ষার এ বিপর্যয় থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো না। পাশের জেলাগুলোতে ভাল ফলাফল হচ্ছে অথচ মেহেরপুরে কেন হচ্ছে না, তা অবশ্যই খতিয়ে দেখে সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে, তবেই মাদ্রাসাসহ সবক্ষেত্রে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে।”

মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো: হযরত আলী বলেন,“শুধু মাদ্রাসা না জেলাতেই এবার এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয়েছে। আমি সকল মাদ্রাসা ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সুপারদের ডাকবো। কিভাবে আগামী বছর থেকে ভালো ফলাফল করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।”